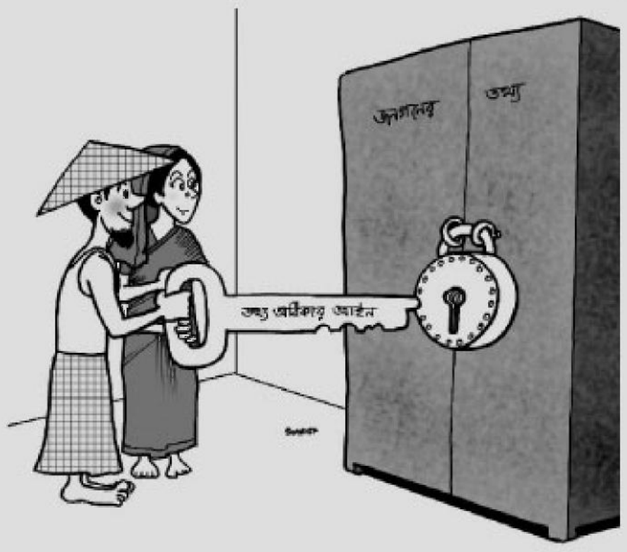

তথ্য প্রকাশ

তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

সংখ্যা ২, মার্চ ২০১৫

Proactive Disclosure Mechanism under the RTI Act

Nepal Chandra Sarker, Commissioner, Information Commission

Proactive Disclosure

There are mainly two ways of providing information held by public bodies or other authorities to the members of the public. The first one is when individual members of the public submit requests for and receive information i.e. reactive disclosure. The second one is when information is made public at the initiative of the public body or other authority, without any request being filed by any person. It may simply be defined as making records publicly available without waiting for specific requests. It means the practice of providing public information in timely manner through accessible means without any request for information. This practice is known as proactive disclosure and the result is proactive transparency which can be achieved by using any or multiple means including publications, official gazettes, publicly accessible notice boards, bill boards, citizen charter, newspaper, radio and television announcements, posting on the Internet, websites, social media, press release or press conference, video conferencing, SMS and public meetings etc.

Benefits of Proactive Disclosure

Proactive Disclosure of information saves time, visits and costs and facilitates transparency and accountability, empowers citizens, ensures compliance with laws and thereby increases quality of govt. decision making and people's confidence on government. For both the government and non-government organizations, numerous benefits accrue from taking the initiative to publish the information they hold on a proactive basis. Proactive disclosure ensures that members of the public are informed about the laws and decisions that affect them and contributes to the rule of law. It facilitates more accountable spending of public funds and promotes integrity in government. Disclosure of data and policy documents ensures that the public has the information needed to participate in policy and decision-making. Dissemination by public bodies of information about how they function helps the public access government services.

The rise of the Internet has further enhanced transparency by making large-scale publication of government data possible at low cost. A further benefit of proactive disclosure is that it encourages better information management, improves a public authority's internal information flows, and thereby contributes to increased efficiency. In countries with access to information regimes, proactive disclosure has another benefit, which is to reduce the burden on public administration of having to process requests for information that may be filed under the right to information law.

From the viewpoint of members of the public, the automatic availability of information ensures timely access to information and helps to ensure that there is equality of access to all without the need to file requests. A significant advantage of proactive disclosure, particularly when this becomes automatic and close to real-time, is that it becomes harder for public officials to subsequently deny the existence of, or to manipulate, the information.

Another important benefit of proactive disclosure is that it gives some protection to applicants from weaker segments of society for whom it is often a hazardous activity to actually request information that could expose powerful vested interests. If such information is proactively available, then it can be downloaded or accessed anonymously. This also helps reduce corruption in the process of delivery of services to the citizens.

see page 3 ►

Bangladesh: Right to Information Act, 2009

Professor Dr. Khurshida Sayeed
Commissioner, Information Commission

Recent trend throughout the world to recognize the citizens' right to information vindicates the veracity of political self of the humankind and that is for freedom and fair play for the people living in a political system. The relation between the state and the individual or the people, in general, is best determined by the values of democracy which ascertain the notion "Democracy is a government in which everybody has a share". This share can be realized by the rights one enjoys in a state. Professor H.J Laski opines "State is known by the rights it maintains". Rights fulfill the purpose and the conditions of the social entity of the human kind. Therefore, the right to know or enquire about the decisions and policies, programmes and functions, conditions and outcome of the steps taken by the authorities involved in steering the course of the state to realize the welfare of the people is to be guaranteed. It is the socio-political right of the people to get easy access in the state of affairs he, or she, or they belong to. They should have this right to know, have their say in regard to any decision which may affect either their individual or public life. There should be enough scope for their assent or approval and disagree or disapprobation. The essence of the right to information lies here in the human conscience developing with the passage of time.

As we see, between 1766 and 1888 only two countries, Sweden and Columbia initiated the law on the right to information which was followed by 95 countries today by 2014. People's freedom of access to information when granted and protected by law it is a legal right, violation of which is punishable offence.

see page 4 ►

সম্পাদকীয়

নাগরিকের নায্য অধিকার আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯। এই আইন ব্যবহার করে একজন নাগরিক কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে পারেন, যা তাঁর অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণে সহায়ক হবে। অন্যদিকে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তাঁর প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যা প্রকারান্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা ও অবিশ্বাস দূর করার মাধ্যমে সেবাদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রায় ছয় বছর পার হলেও এর বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম। জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনো কার্যক্রমের প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তথ্য অধিকার আইনের প্রচার ও প্রসারসহ আইন বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ অগ্রাধিকার প্রাপ্তির দাবিদার। কারণ, এই আইন প্রণয়নের আন্দোলনে দেশের গণমাধ্যম ও গণমাধ্যম কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তাই তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের আন্দোলনে গণমাধ্যমের সক্রিয় ও স্বপ্রণোদিত অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত।

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে গণমাধ্যম দুভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রথমত, আইনের প্রয়োগ ও এ বিষয়ে চাহিদাপক্ষ ও কর্তৃপক্ষসমূহের অবস্থান, তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ-বিষয়ক খবর প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে আইন বিষয়ে সঠিক ধারণা তৈরি ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে গভীরতাধর্মী, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচার করা।

তথ্য অধিকার বিষয়ে গণমাধ্যমসমূহের বর্তমান কার্যক্রম কর্মসূচিভিত্তিক সংবাদ প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন, তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর; তথ্য প্রদানে অপারগতার জন্য জরিমানা; বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ; তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতির কারণে কমিশনে তলব ইত্যাদি সংবাদ গণমাধ্যমগুলো প্রচার করে থাকে। এ ছাড়া তথ্য কমিশনে বিশেষ অভিযোগের শুনানির খবরও গণমাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার হয়ে থাকে প্রায়ই। এর বাইরে বিশ্লেষণাত্মক সংবাদ, মতামতসহ অন্যান্য সৃষ্টিশীল প্রচারণা খুবই সামান্য। স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য অধিকারবিষয়ক রিপোর্ট তৈরিতে সাংবাদিকদের তেমন তৎপর হতে দেখা যায় না। আইন ব্যবহারের উপকারিতা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টি গণমাধ্যমে সাধারণত উপেক্ষিত। গণমাধ্যমের ওপর জনগণের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে সৃষ্টিশীল প্রচারণা অন্য যেকোনো উদ্যোগের চেয়ে অনেক ফলদায়ী হতে পারে।

ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, সেখানকার গণমাধ্যম তথ্য অধিকারের সংবাদকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে থাকে, ভারতে তথ্য অধিকার জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে যা একটি বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে। সেখানে গণমাধ্যমগুলো যেমনি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়মিত তুলে ধরে, আবার তথ্য প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বা আবেদনের সুফল প্রাপ্তির সুনির্দিষ্ট ঘটনাও তুলে আনে। নানা সৃষ্টিশীল মাধ্যমে তারা তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহারকে গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত তুলে আনছে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মীরা 'ওয়াচ ডগ'-এর ভূমিকাও পালন করে। এ ছাড়া অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সেখানকার সংবাদকর্মীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি।

জনগণের প্রাপ্য সেবা কিংবা সুবিধাবিষয়ক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনেক বড় ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। একটি খবরের সূত্র ধরে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর বা তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। আর এই খবরের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে। অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সাংবাদিকদের জন্য একটি বড় সুযোগ। কিন্তু এই সুযোগটির সঠিক ও পর্যাপ্ত ব্যবহার হচ্ছে না। যথাযথ পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে খবরের তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে সাংবাদিকদের মাঝে আগ্রহ কম। এ কাজে প্রায়ই তাঁরা ব্যক্তিগত পরিচয়, প্রভাব বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন। এতে তথ্যের মাঝে ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতার ঝুঁকি থেকে যায়। সঠিক তথ্যভিত্তিক, গুণগত মানসম্পন্ন প্রতিবেদন তৈরির জন্য তথ্য অধিকার আইন একটি অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার—সাংবাদিকদের বিষয়টি উপলব্ধি করা খুবই জরুরি।

ভারতের মতো ব্যাপকভাবে না হলেও আমাদের দেশেও কয়েকজন গণমাধ্যমকর্মী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করছেন। কোনো কোনো সাংবাদিক এখন তাঁদের প্রতিটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে তথ্য অধিকার আইনের আশ্রয় নিচ্ছেন। এসব সাংবাদিক বলছেন যে এখন তাঁরা আগের চেয়ে বেশি এবং মানসম্পন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে পারছেন, যা অভিজ্ঞ মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। কারণ এখন তারা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তথ্য পাচ্ছেন, যা আগে অনেক কঠিন ছিল। বিশেষ সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া গেলেও তার নির্ভযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যেত। সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের সংখ্যা বেশি না হলেও এটি আমাদের আশান্বিত করে যে, এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা মেলে।

আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো—তথ্য অধিকার আইন ও এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি; আইন বাস্তবায়নে সরকার-বেসরকারি উদ্যোগ ও এর পর্যাপ্ততা; ফলাফল; আবেদন, আপিল অভিযোগ-সম্পর্কিত তথ্য; আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অবস্থান; তথ্য প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি ও তথ্য প্রাপ্তির সুফলবিষয়ক কেস স্টাডি ইত্যাদি সংবাদ ইতিবাচকভাবে তুলে আনতে পারে। এর পাশাপাশি তারা শক্তিশালী ক্যাম্পেইন গড়ে তুলতে পারে। টেলিভিশনে স্ক্রলের মাধ্যমে প্রচার এবং পত্রিকা ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা, তথ্য অধিকারবিষয়ক প্রচারণার জন্য সুনির্দিষ্ট সময় ও পাতা নির্ধারণ করা, তথ্য অধিকার আইন ও এর সুফল বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার পাশাপাশি আবেদন-আপিল-অভিযোগ প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য একটি হটলাইন চালু করা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও আইনের ব্যবহার মনিটরিং করা, আইন ব্যবহারের ফলাফল প্রচার করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শুভ চর্চা (Good Practice) এবং চ্যালেঞ্জগুলো প্রচার করা, পরিপন্থি (Bad Practice) ঘটনাগুলো তুলে ধরা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের গণমাধ্যমগুলো বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনকে জনপ্রিয় করে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

গণমাধ্যমগুলো গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে তথ্যপ্রবাহের সংস্কৃতিতে উত্তরণের বিষয়ে সুস্থ বিতর্ক উপস্থাপন করতে পারে। তথ্য অধিকারবিষয়ক পাতার মাধ্যমে তথ্য অধিকার শিখন কর্মসূচি চালু করে একই সঙ্গে তথ্যের চাহিদাকারী এবং তথ্য প্রদানকারী পক্ষের সচেতনতা/দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে গণমাধ্যম।

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন গণমাধ্যমগুলোকে তথ্য অধিকারবান্ধব গণমাধ্যম করে তোলা। যার জন্য প্রধানত প্রয়োজন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (media gatekeeper) পর্যায়ের ইতিবাচক মনোভাব ও তথ্য অধিকার-বান্ধব সম্পাদনা নীতিমালা। তথ্য অধিকার-বান্ধব প্রতিটি গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার-বিষয়ক একটি আলাদা ডেস্ক থাকতে পারে, যার মাধ্যমে সেই গণমাধ্যমের তথ্য অধিকার-বিষয়ক কার্যক্রম ও প্রচারণা কৌশল ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। গণমাধ্যমগুলোকে তথ্য অধিকার-বান্ধব করে তুলতে গণমাধ্যম-কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি আবশ্যক। এজন্য তথ্য অধিকার বিষয়ে তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে তাঁরা তথ্য অধিকার ও এ-বিষয়ক সংবাদ প্রচার এবং পেশাগত ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে বেশি দক্ষ হয়ে উঠবেন। তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা যেন তাঁদের দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন, সেজন্য গণমাধ্যমের অভ্যন্তরে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং সম্পাদকীয় নীতিমালায় এর প্রতিফলন থাকতে হবে।

◄ *from page 1*

Proactive Disclosure Mechanism under the RTI Act

Most access to information laws including the Right to Information Act, 2009 (RTI Act) of Bangladesh have suo moto or proactive disclosure provisions that require government departments or other authorities to publish certain kinds of organizational, institutional, operational and financial information. The proactive disclosure of information benefits both citizens and governments. It gives citizens easy and regular access to updated information. This minimises the need for citizens to seek information through formal requests under information laws, and thus helps reduce the volume of requests received by government departments. In the long run, proactive disclosure helps promote a culture of openness leading to clear and complete transparency in government.

The Right to Information Act, 2009 (RTI Act) of Bangladesh has made a mandatory provision for proactive disclosure of information and means of disclosure under Section 6 of the Act as follows:

a) All information pertaining to any decision taken, proceeding or activity executed or proposed;

b) Authority's organizational structure, functions of the authority, duties and responsibilities of its officers and employees and description of the decision-making process;

c) List of all laws, acts, ordinances, rules, regulations, notifications, directives, and manuals etc.;

d) Classification of all information lying with the authority;

e) Description of the terms and conditions in obtaining any license, permit, grant, allocation, consent, approval or any other facilities and agreements entered into;

f) Description of all facilities in order to ensure the right to information of the citizens including supply of forms, inspection facility of documents free of charge within the office, supply of requested information etc.;

g) Particulars of the Designated Officers and the Appellate Authorities including the name, designation, address, and where applicable fax number and e-mail address etc.;

h) Important policy or decisions along with reasons and causes in support of these policies and decisions;

i) Reports prepared under this section and all publications made by an authority shall be made easily available to the public at a reasonable price; and

j) Matters of public interest through press releases or any other method;

The Right to Information (Disclosure of Information) Regulations, 2010 has made mandatory provision for disclosure of the following information proactively under Reg. # 3(1) and 3(2):

a) Information about the DOs and the Appellate Authorities;

b) Organizational structure and functions of the authority as per Allocation of Business;

c) Duties and responsibilities of its officers and employees;

d) Description of the decision-making process, channel of supervision for accountability;

a. Decision making chain may be shown through a flow chart;

b. Delegation of powers (Administrative and financial)

c. In case of alteration of an existing decision -making process or adopting an entirely new process, such changes must be explained in simple language in order to enable people to easily understand the changes made.

e) Citizen Charter with time-bound delivery of service standards and monitoring reports;

f) Simplified versions of budgets of the organization and authorities there under including types of plans/projects with total allocation;

g) Budgets and their periodic monitoring reports in a more user-friendly manner through graphs and tables;

h) All information relating to social safety net/ poverty alleviation projects, health care and family welfare projects and list of beneficiaries along with allocations in cash or in kind;

i) Advices or suggestions given by any committee, board or council formed by any authority and decisions thereof;

j) All kinds of Development works/projects and contract agreement with brief of the project, estimated expenditure, contract period etc.;

k) Information pertaining to RTI Applications, Appeals and Complaints and disposal thereof;

l) Proactive Disclosure Monitoring Report (It may be done by third party like Information Commission.) etc.

Other items of disclosure that have not been made mandatory under Sections 6 of the Right to Information Act, 2009 or under the Right to Information (Disclosure of Information) Regulations, 2010 may include the following:

a) Information related to procurement:

i. Publication of notice/tender documents;

ii. Corrigenda thereon;

iii. Details of bid awards;

iv. Particulars of the supplier of goods/services being procured or the work contracts entered;

v. Rate and total amount of such procurement or work contract etc.

b) Public Private Partnership:

I. PPP Contract;

II. Concession Agreement information about fees, tolls, or other kinds of revenue that may be collected;

III. Detailed project reports and Information in respect of outputs and outcomes;

IV. Operation and maintenance manuals;

V. Process of selection of the private sector party;

VI. Payments made/revenue collected under the PPP project;

VII. Other documents generated as part of implementation of the PPP project etc.

c) Transfer Policy and Transfer Orders:

I. Transfer Policy in general

II. Transfer orders except security and intelligence personnel

d) Audit report, CAG and PAC paragraphs

e) Discretionary/Non-discretionary grants, stipends, scholarships or other facilities including subsidies and conditions thereof

f) Foreign tours of the high officials

g) Information on web-based publications

h) Timely updating of information with the field "Date last updated" (DD/MM/YY)

Proactive disclosure and Online Governance Practices in Bangladesh

Bangladesh is now in the process of digitalization of different activities and services provided to the citizens by various organizations. Some of the best practices being followed include-

- Live telecast of parliamentary discussions;
- Online submission of application for admission
- Results published in the website;
- Transfer, promotion, pds, scholarship, stipend information in website
- Online law directory;
- All laws of Bangladesh
- Allocation orders in the website;
- Bangladesh maps and forms in website;
- Online billing (Dhaka WASA & others) and online banking
- Cause list, judgments in the website;
- SMS complaint under MoHFW
- Online application, booking, e-ticketing, tendering etc;
- E-book of Finance Division;
- www.services.portal.gov.bd (সেবাকুঞ্জ);
- National portal framework etc.

◄ *from page 1*

Bangladesh: Right to Information Act, 2009

Right to Information Act, 2009 in Bangladesh

Right to Information Act, 2009(RTI Act) marks a stage in Bangladesh in its constant persuasion for democracy. Access to information is an inalienable part of freedom of thought, conscience and speech directed by the constitution of the People's Republic of Bangladesh. It is determined as the fundamental right of the people and taken as a tool to empower the people as well.

Desirous of a political system where the right to information of the people is ensured, it is expected that "the transparency and accountability of all public, autonomous and statutory organizations and of other private institutions constituted or run by government or foreign financing shall increase, corruption of the same shall decrease and good governance of the same shall be established…." These aims and objectives in view the legislature of Bangladesh, the 9th Jatiyo Sangsad passed the law, titled ," Right to Information Act, 2009", Act no xx, in its first session on 29 March, 2009.

The President of the Republic approved it on 05 April, 2009 which was notified in the gazette on 6 April, 2009 and has been commenced since 01 July, 2009. According to this Act "right to information means the right to obtain information from any authority..". This is mandatory. "Information" includes any memo, book, design, data, logbook, notification, audio, video, drawing, paintings etc, in short, any information in relation to the constitution, structure and official activities of any authority. It has 8 chapters with 37 sections. Section 07 of this chapter clearly points out reservation for twenty types of information, which are not mandatory for publication or providing with. These types of information includes mainly those which may cause threat to the security, integrity or sovereignty of Bangladesh, secret information received from foreign government, intellectual property, privacy of the personal life, issues and process of investigation, matters pending before any court of law and which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court etc.

As for the jurisdiction of the Right to Information Act, 2009, it covers:

- Constitutional and statutory body
- Government offices
- Autonomous organizations
- Public-private partnership
- Private organization functioning on contact with the government
- Non-government organizations (NGO) financed by the government or foreign agencies.
- Any organizations or institutions as may be notified in the official gazette from time to time by the government

Information Commission

After the commencement of the RTI Act, Information Commission was established on 01 July, 2009.

The commission is formed with Chief Information Commissioner who is also the chief executive along with two other commissioners, one of whom shall be a woman. The power and main function of the Information Commission are to receive, inquire into and dispose of such complaint, namely

(a) Non appointment of officer-in-charge by any authorities or its refusal to accept a request for information,

(b) A request for information left unattended,

(c) If the applicant is asked for fee or compelled to pay an amount of fee which he considers to be unreasonable, etc.

The Information Commission may exercise such power as a civil court does under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908)

Performance of Information Commission since 2009

Since its inception in 2009, the Information Commission not only succeeds to make itself well-known in public life within a very short period but also to establish its image as a public-welfare institution. People's interest, faith and trust can be taken as the prime achievement of the Commission under the leadership of three veteran career bureaucrats of the Republic as its chief executive. The four other successive commissioners have also proved their efficiency in handling the cases of complaint and providing fair judgment in a number of critical cases related to public access to information. Besides, the Information Commission has undertaken a number of programs, i.e.,-

- Information Commission has already arranged awareness building session about the Right to Information in all the 64 districts and 18 sub-districts of Bangladesh.
- The commission has already completed training of 8,468 designated officers apprising them about the law, rules, regulations, procedures to provide information to the people on their demand, etc.
- One of the commissioners has already visited four districts including the remote troublesome areas of Chittagong Hill Tracts to exchange views with the Advisory committee assigned by the government to facilitate free flow of information to the people of the districts they belong to. They have been suggested to initiate and innovate effective programmes suitable to the local culture to disseminate knowledge about the Right to Information at the grass root level.
- The Information Commission has so far collected 18,896 names of the designated officers to provide information to the people on their demand.
- It has already opened its website: www.infocom.gov.bd which has been visited by 217 persons on an average daily. The e-mail account of the commission is: cic@infocom.gov.bd
- For popularizing the commission effort for free flow of information granted by RTI Act, 2009, it went for text message, SMS, TV scroll
- The commission also initiated to make short documentary film to provide message to the public regarding the utility of the RTI Act, 2009 in their daily lives
- The Information Commission has already published a number of book-lets, posters, leaf-lets, yearly report, newsletter, etc on the functioning of the Commission
- It has celebrated the Right to Information Day on last 28 September, 2014
- It has settled 740 out of 761 complaints and charged fine in three cases for declining to provide information on demand in time.

RTI Act, 2009- A step to institutionalize democracy

The government of Bangladesh under the leadership of Sheikh Hasina has not only enacted the law, Right to Information Act, 2009, but also takes sincere efforts to bring it to public practices within the shortest possible time. On last 21 October, 2014 the working group of the cabinet division has passed an order to form a 15 member Advisory Committee to be chaired by the Deputy Commissioner in all the districts of the Republic. The terms of reference for the committee decide for awareness building, settlement of disputes or investigation in regard to complications if arise for implementation of the RTI Act, 2009, co-ordination of different governmental and non-governmental authorities in their information providing functions, celebration of international days for Right to Information etc.

It is expected now that people that the people of Bangladesh would come forward to exercise this very right and acknowledge their ownership of the state. The RTI, 2009 is an unique effort, of course, to empower the people.

As for the everlasting "linkage" between the politicians and voting public, between the people and public administration, in the true sense of the term, the political system of Bangladesh is yet to institutionalize the strategies and achievements of all the historical protest and movements, upsurge and upheavals of struggling people in their right forms and approaches"

Needless to mention that the enactment of the Right to Information Act, 2009 in Bangladesh is a decisive attempt of the present 14 Party Alliance under the leadership of Awami League to institutionalize democracy in Bangladesh. The zeal of the "Spirit" of the Freedom Struggle of the people in 1971 is expected to reflect in the enforcement of the people's supreme power in near future, what was asserted by the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in his blazing speech delivered on 7 March, 1971, "Brethren! (People of Bangladesh) you are aware of everything (state of affairs) of the land and you understand…!"

RTI Initiatives of the Cabinet Division

Dr. Abu Shahin M. Ashaduzzaman, Deputy Secretary, Cabinet Division

Introduction

Right to information is treated as an important instrument for promoting good governance. The Government of Bangladesh has passed the Right to Information Act and established an Information Commission in 2009 with the purpose of promoting good governance in the country. The Government has undertaken different initiatives to exhilarate the implementation of the RTI Act so that the citizens get the expected benefits out of this law. The Cabinet Division has been working for intensifying this implementation process and has been providing different supports to the Information Commission in this regard. Recently a new post of a Secretary has been created in the Cabinet Division, and providing supports in implementation of the RTI Act has been made one of his responsibilities. The Cabinet Division has initiated different programmes jointly with the Information Commission and separately for effective implementation of the RTI Act in the country.

RTI and the National Integrity Strategy

The Government has adopted a 'National Integrity Strategy? NIS' in 2012 with the purpose of promotion of good governance in the state and society. Considering RTI as an important ingredient of good governance, it has been integrated with the strategy. 'Enforcement of RTI Act' and 'Strengthening of the Information Commission' are two important action-plans of the NIS. Three sub-committees have been constituted under the NIS in three priority areas among which right to information is one. During the regular workshops arranged for the NIS focal point officers, implementation of the RTI Act and proactive disclosure are given much emphasis for promotion of good governance in different Ministries/Divisions and Institutions. RTI has been included in the model work-plan prepared for different Ministries/Divisions and Institutions. In a recent research conducted to assess the NIS implementation in the Ministries/Divisions, implementation of the RTI and proactive disclosure was one of the indicators.

RTI and Proactive Disclosure

The government encourages proactive disclosure of information to sensitize citizens about the Government rules, regulations, policies, strategies and activities. Publication of annual report is one of the mediums of proactive disclosure. A recent research finds that out of 59 Ministries/Divisions and organizations, 52 publish their annual reports. A portal framework has been developed for disclosure of information at central and field-level Government organizations in proactive basis, where 25 thousand websites have been incorporated. A committee has been formed by the Cabinet Division headed by the Additional Divisional Commissioner at every Division to monitor regular update of the websites. With the purpose of highlighting the importance of right to information, Cabinet Division has created an RTI menu in its website incorporating all rules, regulations, circulars and instructions pertaining to right to information. The Secretariat Instructions has been amended in 2014 where instructions have been incorporated for adoption of a proactive disclosure guideline and regular update of information in the website for all the Ministries and Divisions.

RTI Implementation Plan

Cabinet Division with the support from the World Bank has prepared an RTI implementation plan titled 'Connecting Government with Citizens'. A workshop was arranged for this purpose where the senior government officials reiterated their commitments for implementation of the RTI Act. A working group has been formed headed by the Secretary (Coordination and Reforms) of the Cabinet Division for identifying priorities and implementation of the RTI implementation plan.

District Advisory Committee

Cabinet Division has formed RTI Advisory Committee at every district comprising members from Government, NGOs, media, lawyers, women and the civil society. The objective is to provide necessary cooperation to the Information Commission in effective implementation of the RTI Act and create awareness among citizens on RTI. Initiatives have been undertaken for providing necessary orientation and motivation to the advisory committee members so that they can undertake necessary programmes for implementation of the RTI Act by themselves.

Support to the Information Commission

As a part of extending supports to the Information Commission, the Cabinet Division has been working for promoting appointment of Designated Officers at all the Government and non-governmental organizations. The Division has instructed the Deputy Commissioners for providing necessary supports to the Information Commission in arranging different sensitization and training programmes and in observing the 'International Right to Know' day at district levels in befitting manner. Cabinet Division and the district administration also work for the Information Commission every year in collecting RTI related information from different government offices at central and field levels respectively for preparation of Annual Reports of the Information Commission. The Cabinet Division, with support from the World Bank and MRDI, provided RTI training to the Designated Officers of all the 57 Ministries, Divisions and Institutions. The Division has been providing necessary instructions and motivation to the concerned officials of different Ministries and Divisions for effective implementation of the RTI Act too.

Conclusion

Adoption of Right to Information Act is a commendable initiative of the Government. This Act has immense potentials for promotion of good governance and empowerment of citizens. Although the Information Commission is responsible for implementation of the RTI Act, different Government and non-governmental organizations are the implementing agencies of this Act. If this Act is implemented in an effective way, it will not only facilitate good governance in the public offices, but also will protect the Government officials from illegal practices and undue pressures. Once good governance will be enhanced in the country, everybody will enjoy its benefits. This is why, everybody should come forward to implement the Right to Information Act.

তথ্য প্রকাশ
তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

এমআরডিআইয়ের কর্মকাণ্ড

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় প্রোমোটিং সিটিজেন একসেস টু ইনফরমেশন এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় স্ট্রেনদেনিং ইমপ্লিমেন্টেশন অব আরটিআই অ্যাক্ট-এর আওতায় এমআরডিআই বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে। এই কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৫৭টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে ও তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী পক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৫৭টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তিনটি ব্যাচে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশনগুলোর উদ্বোধনী সেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের (সমন্বয় ও সংস্কার) ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি এই আইনের প্রতি সরকারের গুরুত্ব ও ইতিবাচক মনোভাবের বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাঝে তুলে ধরা হয়। আইনের প্রতি সরকারের এই অবস্থান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে বলে প্রশিক্ষণার্থীরা মনে করেন। এ ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার বিষয়েও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের জন্য ওরিয়েন্টেশন

জেলা পর্যায়ে নবগঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের পাইলট কার্যক্রম হিসেবে চারটি জেলার কমিটি সদস্যদের তথ্য অধিকারবিষয়ক অ্যাডভোকেসি, তদারকি, সমন্বয় এবং এর বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। খুলনা বিভাগের খুলনা, বাগেরহাট, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার উপদেষ্টা কমিটির ৬৮ জন সদস্য এসব ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মোঃ নজরুল ইসলাম। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার অশোক কুমার বিশ্বাস।

মতবিনিময় সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ : মূল বিষয়সমূহ; স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ; তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি, পর্যবেক্ষণ, সমন্বয় কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ নির্ধারণ এবং তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ ও তার মোকাবিলার কৌশলসমূহ নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপিত

যশোর ও বরিশাল জেলা এবং এই দুটি জেলার ১০টি উপজেলার জানাক কমিটির উদ্যোগে এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে র‍্যালি, লিফলেট ক্যাম্পেইন, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং কলেজ-ছাত্রদের জন্য ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

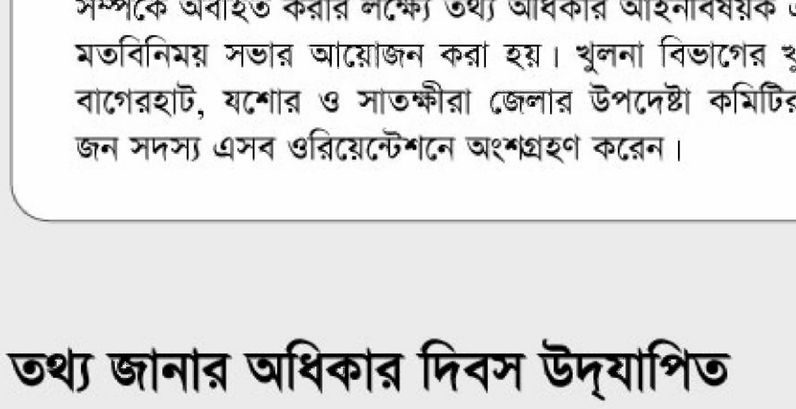

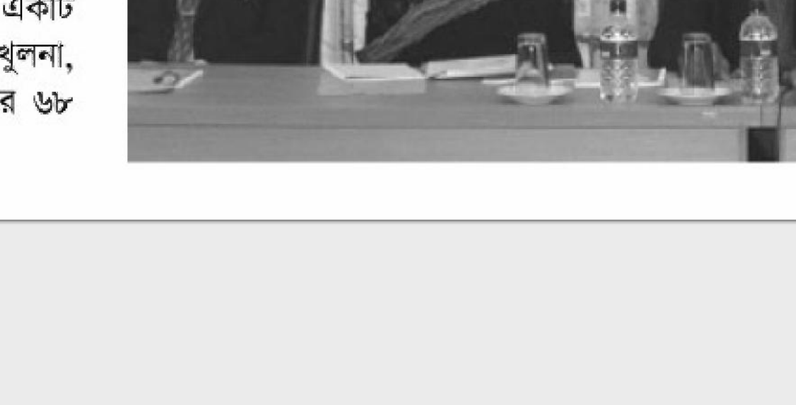

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়ক ধারণা জরিপের সুপারিশমালা তথ্য কমিশনের হস্তান্তর

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭ বিষয়ক ধারণা জরিপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা তথ্য কমিশনের কাছে হস্তান্তর করেছে এমআরডিআই। গত ১৮ জানুয়ারি তথ্য কমিশন কার্যালয়ে এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুকের হাতে এই সুপারিশমালা তুলে দেন।

সুপারিশমালায় ধারা ৭-এর কয়েকটি উপধারা হুবহু বহাল রাখা, কয়েকটি পুনর্বিন্যাস, তিনটি ধারা সংশোধন ও একটি ধারা বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি ধারা ৭(ন)-এর শেষে যে অতিরিক্ত শর্তের উল্লেখ রয়েছে সেটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সুপারিশগুলো তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে ধারা ৭ সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়ক সেমিনার

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এমআরডিআই কর্তৃক পরিচালিত ধারণা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালার সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য ঢাকায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ধারা ৭ শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার, সাবেক তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং বৈশাখী টিভির প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুরুল আহসান বুলবুল।

সেমিনারে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, মিডিয়া গেটকিপার এবং উন্নয়ন কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন এবং উপস্থাপিত সারসংক্ষেপের ওপর তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষক তৈরির মাধ্যমে তথ্য সরবরাহকারী পক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে বরিশাল ও যশোর জেলা এবং জেলা দুটির ১২টি উপজেলায় কর্মরত ১৪ জন সরকারি কর্মকর্তা ও চারজন বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

প্রশিক্ষণে একজন প্রশিক্ষকের দায়িত্ব ও গুণাবলি, প্রশিক্ষণ পরিচালনা, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও উপস্থাপনা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়।

পাঁচটি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়সমূহের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য দুই ব্যাচে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে উপর্যুক্ত মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাসমূহ থেকে মোট ৫৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশ নেন।

প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ : মূলকথা; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ : তথ্য প্রাপ্তির ব্যতিক্রমসমূহ (ধারা ৭); তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান; স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ; তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের (সমন্বয় ও সংস্কার) ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম; অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পরিচালক ড. আব্দুল মান্নান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখার উপসচিব ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান এবং এমআরডিআই-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

ধারা ৭ সংশোধনে এমআরডিআইয়ের সুপারিশসমূহ

রাষ্ট্রকে জনগণের জন্য প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যই তথ্য অধিকার আইন। আবার জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থেই কিছু তথ্য প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধও জরুরি। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা, সর্বোপরি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে কিছু তথ্য গোপন থাকবে, এটাও স্বাভাবিক। তাই তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এ ২০ ধরনের তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু ধারা ৭-এর ব্যবহারে অস্পষ্টতা, ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেকে এই ধারাটি ভুলভাবে ব্যবহার বা অপব্যবহার করছেন।

বিগত পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োগ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এই ধারা অপব্যবহার করে তথ্যবঞ্চিত করার যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে তা দূর করতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনায় এমআরডিআই একটি ধারণা জরিপ পরিচালনা করেছে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে প্রকাশযোগ্য নয় বলে যেসব তথ্যের উল্লেখ রয়েছে তা অধিকাংশই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তথাপি বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় কিছু তথ্য রয়েছে, যেগুলো গোপন থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এবং কিছু তথ্যের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। তদনুযায়ী ১০টি উপধারা সমজাতীয় বিধায় সহজবোধ্য করণার্থে গুচ্ছবদ্ধ করার, ৩টি উপধারা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা এবং একটি উপধারা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ছয়টি উপধারা হুবহু বহাল রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, সুপারিশ অনুযায়ী এই ধারাটি সংশোধন করা হলে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই সুবিধাজনক হবে এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইন তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে।

ধারণা জরিপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো সমন্বিত করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/প্রস্তাব	সুপারিশকৃত
(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	১ হুবহু বহাল	(১) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	২ হুবহু বহাল	(২) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;	৩ হুবহু বহাল	(৩) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;
(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য; (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;	৪ গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল	(৪) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য এবং (খ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;
(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা— (অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য; (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য; (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;	৫ হুবহু বহাল	(৫) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা— (ক) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য; (খ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য; (গ) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য; (ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;	৬ গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল	(৬) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য; (খ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (গ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঘ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য; এবং (ঙ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;	৭ সমন্বিত করে বহাল	(৭) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (খ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;
(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;	৮ গুচ্ছবদ্ধ করে বহাল	(৮) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য (খ) কোন ব্যক্তির আর্থিক লেনদেন, আয়কর ও সম্পদ বিবরণী সম্পর্কিত ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য;
(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;	৯ (সংশোধিত)	(৯) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/প্রস্তাব	সুপারিশকৃত
(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;	বাদ	- - -
(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;	১০ (সংশোধিত)	(১০) গণখাতের কোন ক্রয় কার্যক্রমে বা অন্য কোন ক্রয় কার্যক্রমের দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলনসহ দরপত্র উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত কোন তথ্য;
(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	১১ হুবহু বহাল	(১১) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;	১২ হুবহু বহাল	(১২) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে : আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।	১৩ (সংশোধিত)	(১৩) মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা হইবে : তবে আরো শর্ত থাকে যে, এই উপধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

সুপারিশের সারসংক্ষেপ

(ক) বহাল রাখার প্রস্তাব :

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন প্রণয়ন করা হলে তা বাতিলযোগ্য বিধায় তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় প্রদত্ত ২০টি উপধারার মধ্যে (ক), (খ) এবং (গ) সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সুসম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় হুবহু এবং (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ঝ), (ঞ) এবং (ড) উপধারাগুলো সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।

২. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন মামলাসংক্রান্ত (ছ) উপধারার দ্বিতীয় অংশ এবং আদালত অবমাননাসংক্রান্ত (ট) উপধারা গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।

৩. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে শালীনতা বা নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা-সম্পর্কিত উপধারা (জ) এবং (দ) একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

৪. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে নৈতিকতা ও জনশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় (ধ) উপধারাটি হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।

৫. বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ, যেমন—সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে সন্নিবেশিত বাধানিষেধগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নোক্ত উপধারাগুলো বহাল রাখা যেতে পারে :

- Intellectual Property Rights-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপধারা (ঘ) ও (ণ) সমন্বয়ে গুচ্ছবদ্ধ করে একটি উপধারা বহাল রাখা যেতে পারে।
- ধারা ৭-এর (ঙ) উপধারাটি জনস্বার্থ ও সামষ্টিক অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য হুবহু বহাল রাখা যেতে পারে।
- ধারা ৭-এর উপধারা (থ)-তে উল্লেখিত জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এইরূপ তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সাংবিধানিক বাধানিষেধ না থাকলেও যুক্তরাজ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অধিকার আইনে সন্নিবেশিত রয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় এটি বহাল রাখা যেতে পারে। তবে বিশেষ অধিকার হানির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

(খ) সংশোধনের প্রস্তাব :

১. ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে উল্লেখিত তদন্তকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তদন্তকালে বা তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় মর্মে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে।

২. ধারা ৭-এর উপধারা (ত)-তে উল্লেখিত সরকারের যে কোনো ক্রয় কার্যক্রম Public Procurement Act, Rules ও Regulations অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বিধান থাকায় সেগুলো গোপন রাখার প্রবণতা যাতে দেখা না দেয়, সেজন্য এই উপধারাটি সংশোধন করা যেতে পারে।

৩. ধারা ৭-এর (ন) উপধারাটিতে উল্লেখিত মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সিদ্ধান্তের কারণসহ গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রকাশের বিধান রয়েছে। উপধারাটি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনায় অতিরিক্ত শর্তটি সংশোধন করা যেতে পারে।

(গ) বাতিলের প্রস্তাব :

১. ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)-তে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

তথ্য প্রকাশ
তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

তথ্য অধিকার আইন

একজন সরকারি কর্মকর্তার অভিজ্ঞতা

শরীফ নজরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনিরামপুর, যশোর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণ প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। আর তা হলে কী হবে? সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই মহান ব্রত সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে, যা ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়। এর আগে একই উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সরকার সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে জাতীয় সংসদে পাস করে অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করে।

তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা অনুসারে ২০০৮ সাল থেকেই আমি কোনো-না-কোনো অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমার অভিজ্ঞতা হলো, আইনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ খুব একটা জ্ঞাত নয় এবং অধিকাংশ কর্মকর্তা আইনটি সম্পর্কে খুব একটা জানেন না।

২০১১ সালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য শাখায় সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় আমি তথ্য প্রাপ্তির একটি আবেদন পেন্ডিং পাই। তত দিনে ১৮ কার্য দিবস পার হয়ে গেছে। যদিও আমি তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলাম না। আমি নথিটিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নোট দিয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মহোদয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করি। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বিভিন্ন শাখায় পত্র প্রেরণ না করে আমাকে দায়িত্ব দিলেন তথ্যের জন্য আবেদনকারীকে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে। আমি একজন অফিস সহকারীকে দিয়ে দুটি শাখায় খোঁজ নিয়ে খসড়া হিসাব করে দেখলাম, আবেদনকারীকে আইনের ৯ (৭) ধারানুসারে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে চাহিত তথ্য নিতে হবে। কারণ খতিয়ানের মুদ্রিত মূল্য অনেক বেশি।

আমি আবেদনটি পেয়ে খুশি হয়েছিলাম। কারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হওয়ার পর এটিই আমার প্রথম কাজ। আমি আবেদনকারীকে তাঁর মোবাইল ফোনে ফোন দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে চা খাওয়ার দাওয়াত প্রদান করি। তিনি আসলেন। আবেদনকারী যশোরের বহুল প্রচারিত *গ্রামের কাগজ* পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, সবার প্রিয় মিষ্টভাষী আসাদ ভাই। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ তথ্য দিয়ে তিনি কী করবেন। যদিও তা জিজ্ঞাসা করা আইনবহির্ভূত। তিনি জানালেন, সরকারের সফলতা তিনি পত্রিকায় তুলে ধরবেন। তিনি ২০১০-১১ অর্থবছরের টিআর ও কাবিখা খাতে গৃহীত প্রকল্পের অনুলিপি এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম থেকে প্রদত্ত খতিয়ানসমূহ চেয়েছিলেন। আইন অনুসারে প্রতি পৃষ্ঠা তথ্যের মূল্য ২ টাকা করে। কিন্তু খতিয়ানের মুদ্রিত মূল্যের কারণে এত বেশি টাকা তথ্যের মূল্য দাঁড়িয়েছিল। তাঁর তথ্য চাওয়ার উদ্দেশ্য শুনে আমি বলেছিলাম, তাহলে তো আপনার মাত্র চারটি বাক্য দরকার, যা লিখলে ২ লাইন হবে। কত টাকা রেকর্ড রুম থেকে আয় হয়েছে এবং টিআর ও কাবিখার মোট বরাদ্দ কত মেট্রিক টন খাদ্যশস্য, কতগুলো প্রকল্প নেয়া হয়েছে—তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কোনো ডকুমেন্ট দেয়া হয়নি বা তাঁর কাছে থেকে কোনো মূল্যও গ্রহণ করা হয়নি।

আমি জানতাম অনেকেই তথ্য নিতে আসেন। তাঁরা অফিস সহকারীর কাছে তথ্য চান। কেউ তথ্য পান আবার অনেককেই তথ্য না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সমস্যাটি কোথায়? সমস্যা মূলত আবেদনকারী তথ্য অধিকার আইন ভালোমতো জানেন না। আবার ঐ অফিস সহকারীও জানেন না। আর তথ্যের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত টাকা কোন কোডে জমা দিতে হবে, তাও অনেকে জানেন না। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেও আমি তথ্য কমিশন বা অন্য কোথাও থেকে জানতে পারিনি তথ্য প্রদান করে প্রাপ্ত অর্থ কোথায় জমা দেব। জানতে পারি ২০১৪ সালের মাঝামাঝি এসে।

অনেক তথ্য রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন। এ তথ্য না পেলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তথ্য পেতে বারবার অফিসে ঘুরছেন। কিন্তু হয়তো স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, বিষয়টি গোপন রাখতে হবে বা তথ্য দেয়া যাবে না। তাই তিনি তথ্যটি পাচ্ছেন না। সে ক্ষেত্রে ওই তথ্যবঞ্চিত ব্যক্তিকে যদি পরামর্শ দেয়া যায় যে আপনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৮ ধারা মোতাবেক আবেদন করুন। তাহলে তিনি তথ্য পেয়ে উপকারী হতে পারেন। আবার কর্তৃপক্ষ আইনের বাধ্যবাধকতা দেখিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের রোষানল থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

২০১৪ সালের জুন মাসে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম যশোরে এসেছিলেন তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তিনি আমাদের এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর কাছে আমি তথ্যের মূল্য বাবদ জমা নেয়া টাকা জমা দেয়ার চালান কোড নম্বর জানতে চাইলে তিনি কোড নম্বরটি মৌখিকভাবে জানান '১৮০৭'। এর আগে আমি এমআরডিআই কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালাতে একইরূপ অসুবিধার কথা জানাই। সেখানেও প্রশিক্ষক বলেন, পরে জানাবেন। যেকোনো দায়িত্ববান ব্যক্তির কাছে অর্থনৈতিক কোড নম্বরের কথা বললেই রেগে গিয়ে বলেন, চিঠি দেয়া হয়েছে। হিসাবরক্ষণ অফিসের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, পরে জেনে বলব। আমার সহ-প্রশিক্ষণার্থীরা বলেন, প্রশ্ন করে বেশি কথা শোনার দরকার কী। কেউ আবার একটু বাড়িয়ে বলেন, বেশি বোঝেন? যে যা-ই বলুক না কেন, কে কতটি তথ্য দিচ্ছে, এটি বড় কথা।

মনিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় গত ছয় মাসে ১১টি তথ্য দিয়েছে, যেগুলো না দেয়ার জন্য প্রভাবশালীদের পরামর্শ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে আমি তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করতে বলি ও তথ্য প্রদান করি। তথ্যের জন্য সাধারণ মানুষের আবেদন সহজতর করতে আমি তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্বারা আবেদনের জন্য নির্ধারিত 'ফরম ক' কপি করে রেখে দিয়েছি। কেউ তথ্য চাইলে তাকে ঐ ফরমে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করি। আবেদনকারীরা খুশি হন। তথ্যের মূল্য পরিশোধ করে তথ্য নেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সরকারি কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। তাঁকে দুর্নীতিমুক্ত হয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করার পরিবেশ দিয়েছে। তাঁকে প্রভাবশালীদের চাপমুক্ত করেছে। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান ও ন্যায়বিচার করার হাতিয়ার উপহার দিয়েছে।

আমি মনে করি, তথ্য প্রদান করা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত। এই আইনের ব্যবহার বৃদ্ধি করা উচিত। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগ মিলে ব্যাপক প্রচার চালানো উচিত। তাহলে সরকারের উচ্চ পর্যায়সহ সর্বত্র জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। সরকারের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও জনগণের সেবা নিশ্চিত হবে।

তথ্য অধিকার আইনে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার জনগণের রয়েছে

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, ধারা ২ (খ) (উ)

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা

মোঃ হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার ফলে দেশের জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে একটি নবযুগের শুভ সূচনা হয়েছে। আইনটি জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ ও সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ বিদেশি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই আইনকে তথ্য প্রদানের বাধাসংক্রান্ত অন্য সব আইনের উর্ধ্বে অবস্থান দেওয়া এবং আইনের প্রস্তাবনায় এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয় তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

জনগণ দেশের মালিক, তাই দেশের সকল সম্পদের মালিকও জনগণ। জনগণের ট্যাক্সের টাকা অথবা বিদেশ থেকে নিয়ে আসা ঋণ বা অনুদানের টাকায় গঠিত হয় 'জনগণের তহবিল' (public fund), যাকে অন্য নামে আমরা বলি 'সরকারি তহবিল'। সরকারি তহবিলের প্রতিটি টাকা জনগণের। এই তহবিল থেকেই রাষ্ট্রের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

আবার, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জনগণের, অর্থাৎ—রাষ্ট্রের মালিকের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনের জন্য। এই কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জনগণ তার প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যারা একটি সংগঠিত কাঠামোর মধ্যে থেকে জনগণের কল্যাণ সাধনের কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে। এই কাঠামোকে আমরা বলি সরকার। সরকারের এই কল্যাণকর কর্মের জন্য রয়েছে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাদের কাজ জনগণের মঙ্গলার্থে তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। বিনিময়ে তারা 'জনগণের তহবিল' থেকে অর্থ ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হন।

যেহেতু জনগণ দেশের মালিক, তাই দেশের সকল সম্পদেরও মালিক, যেহেতু দেশের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জনগণের কল্যাণার্থে এবং যেহেতু দেশের সকল কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহ হয় 'জনগণের তহবিল' থেকে সেহেতু জনগণের কাছে সকলের সকল কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হতে হবে। সুতরাং তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত বিধিনিষেধ ব্যতীত দেশের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের তথ্য চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বা স্বপ্রণোদিতভাবে জনগণকে জানানোর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি জনগণের প্রতি কোনো দয়া বা প্রদত্ত সুযোগ নয়; এটি 'মালিকের অধিকার'। এটিই তথ্য অধিকার আইনের মূল 'স্পিরিট'।

জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা; জনগণের ক্ষমতায়ন; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি; দুর্নীতি হ্রাস সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। আইন বাস্তবায়নের প্রায় ছয় বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এর নানান দিক আলোচিত হচ্ছে। একটা বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত যে এই সময়ে আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। এর নানা কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হলো তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনীহা। এই অনীহার কারণও খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা, কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের প্রদত্ত বক্তব্য থেকে দেখা গেছে—ভীতি, দিকনির্দেশনার অভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা, চিরাচরিত দাপ্তরিক চর্চা ইত্যাদি তথ্য প্রদানে অনীহার কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

আমরা দীর্ঘ সময় একটি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। তার পূর্বে ছিল রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা আমাদের চর্চা ও মনস্তত্ত্বে এমন স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পরও আমরা সেই চিন্তা ও চর্চা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি। এর ছাপ রয়ে গেছে একই সঙ্গে সরকারি কাঠামো এবং আমজনতার মধ্যে। জনতা যেমন নিজেকে মালিক ভাবার কথা ভাবনাতেও আনে না, কেউ ভাবাতে চাইলেও ভয় ও অবিশ্বাসে চোখ বন্ধ করে রাখে, তেমনি সরকারি কাঠামোর অংশ যারা, তারা এইভাবে ভেবে অভ্যস্ত নয় বা ভাবনা মনে ঢুকতে দিতেই চায় না। এই যে কয়েক পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার, তা থেকে সহজে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। তথ্য প্রদানের অনীহার ক্ষেত্রে এটিও একটি বড় কারণ।

একটি আবেদন পাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দেবেন কি না, তা জানার জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে মতামত বা অনুমতি চান। অনেক ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আবার তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে দিকনির্দেশনা চান। এভাবে উপজেলা পর্যায় থেকে তিন-চারটি ধাপ পেরিয়ে ঢাকার প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত মতামত, অনুমতি বা দিকনির্দেশনা চাওয়ার নজিরও তৈরি হয়েছে। শুধু তথ্য দেয়া হবে কি হবে না, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই এমন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তথ্যটি হয়তো কৃষিসংক্রান্ত বা সামাজিক সুরক্ষাসংক্রান্ত নিরীহ তথ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভীতি ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এমনটি হচ্ছে। তিনি ভাবছেন, 'তথ্য দিয়ে আবার কোন বিপদে পড়ি'। তা ছাড়া তাঁকে তো প্রজন্মপরম্পরায় প্রণোদিত করেছে 'দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন'-এর বিধান ও তার চর্চা। তিনি তাঁর দাপ্তরিক পূর্বপ্রজন্মের কাছে পেয়েছেন গোপনীয়তার সংস্কৃতি ও তথ্য প্রদানজনিত সমস্যা ও শাস্তির ভীতি। তাই তিনি নিজেকে সুরক্ষিত করতে এই পথ বেছে নিচ্ছেন।

তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে ২০টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা; সুষ্ঠু বিচারকার্য; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তকাজে বিঘ্ন; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিবেচনায় কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই উপধারাটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বকে আরো প্রলম্বিত করেছে। আবেদন পাওয়ার পর চাহিত তথ্যটি কি প্রদানযোগ্য, নাকি ধারা ৭ অনুসারে 'প্রদান বাধ্যতামূলক নয়'-এর আওতার বাইরের তথ্য—সে সিদ্ধান্ত গ্রহণও তাঁর জন্য কঠিন হচ্ছে। কারণ তাঁর হাতে তথ্য অধিকার আইন আছে, কিন্তু এমন কোনো নির্দেশনা বা অনুমোদিত পদ্ধতি নেই, যা তাঁকে আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

এই ক্ষেত্রে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক হতে পারে তাঁর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা হলো তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে প্রণীত কোনো কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা, যা অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষ আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে জনগণের কাছে তথ্য উন্মুক্ত করতে পারে। এই নীতিমালায় তথ্য প্রদান, প্রকাশ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ অন্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধানসমূহ সন্নিবেশিত থাকবে, যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তথ্য অধিকার আইনেই তো সকল বিধিবিধান রয়েছে, আবার তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা কেন? তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালায় কর্তৃপক্ষের ধরন, কাজ ও তথ্যসমূহের চরিত্র বিবেচনায় নিয়ে তথ্য অধিকার আইনের আলোকে বিধানসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়। নীতিমালায় তথ্যের শ্রেণিবিভাগ করে কোন তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করবে, কোন তথ্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদান করবে, ধারা ৭-এর বিধান সাপেক্ষে কোন তথ্যসমূহ প্রদান করবে না, তার তালিকা সুনির্দিষ্ট করা হয়। এখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অনুসরণীয় পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করা হয় এবং বিধান প্রতিপালনে অবহেলা বা ব্যর্থতাজনিত কারণে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তাও সুনির্দিষ্ট করা হয়। এ ছাড়া তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা যেহেতু ইউনিটের নিজস্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত, সেহেতু এটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিশ্চিন্ত করবে এবং এটির অনুসরণ তার জন্য অনেক স্বস্তিদায়ক হবে। তথ্য প্রদানের জন্য যেমন তাকে আর অনুমোদন নিতে হবে না, তেমনি কোনো জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে না। ফলে তার তথ্য প্রদানের ভীতি ও অনীহা দূর হবে।

শুধু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নয়, নীতিমালায় আপিল কর্তৃপক্ষ ও অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়েও দিকনির্দেশনা থাকবে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের করণীয় নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করবে।

তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে, জনগণ সেটিকে ব্যবহার করছে। আমাদের বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এটি তুমূল জনপ্রিয় হবে। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা, আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের পক্ষে নিজের সদিচ্ছার প্রমাণ রাখা এবং অন্যের জন্য অনুসরণীয় উদাহরণ তৈরি করা। কর্তৃপক্ষের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং তাঁর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এটি করা সম্ভব।

তথ্য অধিকার আইন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করার একটি কার্যকর অস্ত্র, স্বপ্ন পূরণের জাদুর কাঠি। আমাদের সকলের সদিচ্ছা ও অংশগ্রহণ আমাদের সেই স্বপ্নের বন্দরে পৌঁছে দিতে পারে।

তথ্য প্রকাশ
তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের পন্থা ও পদ্ধতি

সানজিদা সোবহান
পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট

তথ্যে প্রবেশাধিকার নিয়ে বিভিন্ন রকম দাবি, আলোচনা, আগ্রহ, বিতর্ক ইত্যাদি বাংলাদেশে বহুদিন ধরে চলে আসছে। তথ্যপ্রাপ্তি জাতিসংঘ-স্বীকৃত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প নিয়ে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' নামক আইনটি নবম জাতীয় সংসদে প্রথম অধিবেশনেই পাস করা হয়। এই তথ্য অধিকার আইনের সব ধারা ২০ অক্টোবর, ২০০৮ সাল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হলেও আইনের ৮, ২৪ এবং ২৫ ধারাগুলো পরে অর্থাৎ ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কোনো নাগরিক তথ্য চাইতে গিয়ে যাতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হন, সে বিষয়টি বিবেচনা করে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি ধারা ১ জুলাই ২০০৯ সাল থেকে কার্যকর করা হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৮, ২৪ ও ২৫ ধারায় মূলত তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন এবং আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য না পেলে আপিল ও অভিযোগের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে বিবৃত করা হয়েছে। তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য না পাওয়া গেলে বা আবেদন অগ্রাহ্য করা হলে আপিল এবং অপিল করার পরেও তথ্য না পেলে তথ্য আবেদনকারী যাতে অভিযোগ করতে পারেন, সেই ব্যবস্থাগুলো আইনের ৮, ২৪ ও ২৫ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত ধারাগুলো কার্যকর করতে হলে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করে রাখা দরকার, নইলে আইনটির যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়গুলো বিবেচনা করেই কথিত আইনটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়।

যুক্তরাজ্যে সে দেশের জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ২০০০ সালে 'Freedom of Information Act, 2000' পার্লামেন্ট দ্বারা গৃহীত হলেও আইনটি পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয় ২০০৫ সাল থেকে। ভারতে এই আইনটি ১৫ জুন ২০০৫ সালে পার্লামেন্ট দ্বারা গৃহীত হয়, তবে সবগুলো ধারা কার্যকর করা হয় ১২ অক্টোবর ২০০৫ তারিখ থেকে। এইভাবে কিছু ধারা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কার্যকর করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আইনটি যথাযথ সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে যাঁরা তথ্যপ্রদানকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের জন্য তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে এবং যার কাছে তথ্য চাওয়া হবে সে যেন চাওয়া তথ্য সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে দিতে পারে এবং সেগুলো ঠিকমতো গুছিয়ে রাখতে পারে সেই কাজগুলো সম্পন্ন করা।

যাঁরা তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগ ও এর কার্যকারিতার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন, তাঁরা আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যেকোনো আইনের পদ্ধতিগত মসৃণতা ও সফল প্রয়োগই এর অস্তিত্বকে আরো অর্থবহ করে তোলে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না হলে আইনের অস্তিত্বকে ম্লান ও অর্থহীন করে তোলে। তথ্য অধিকার আইনটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যাবে এর দুটো দিক আছে—তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক। তাত্ত্বিক অংশে আইনের বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা এবং আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা আছে, যা কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এই আইনের গুরুত্ব বহন করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আইনের ৪ ধারায় বলা আছে, 'কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন

নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।' তথ্য নাগরিকের অধিকার এবং তথ্য চাইলে কর্তৃপক্ষ যে তা দিতে বাধ্য, সেটি এই আইনে পরিষ্কারভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রায়োগিক অংশে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন এবং আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কারা তথ্য দেবেন, কীভাবে দেবেন—কত দিনে তথ্য দেবেন সে সম্পর্কে বলা আছে। পাশাপাশি আবেদন অনুযায়ী তথ্য পাওয়া না গেলে কী করতে হবে সে সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া আছে আইনে।

একজন নাগরিক কীভাবে তথ্য পাবেন, সে বিষয়ে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। লিখিত (ইলেকট্রনিক হতে পারে) মাধ্যমেই তথ্য চাইতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে সুস্পষ্টভাবে কী তথ্য চান সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চেয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনীত 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার' কাছে তথ্য চাইতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর আইনানুযায়ী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য দিতে বিলম্ব হবে মনে করলে তিনি আরো ১০ দিন পর অর্থাৎ ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।

এগুলো হচ্ছে আইনে বিবৃত বিষয়, যার ওপর ভিত্তি করে তথ্য চাইতে হলে কার কাছে কোন মাধ্যমে, কী পদ্ধতিতে চাওয়া যাবে, তথ্য দেওয়া হবে কীভাবে এবং কত দিনের মধ্যে তথ্য আবেদনের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে তা উল্লেখ করা আছে। তথ্য কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আছে যে, ওই বছরে (২০১১ সালে) তথ্যের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে ৭ হাজার ৮০৮টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। এর মধ্যে সরকারি দপ্তরগুলোয় আবেদনের সংখ্যা ৭ হাজার ৬৭১টি এবং বেসরকারি দপ্তরসমূহে (এনজিও) তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের সংখ্যা ১৩৭টি। তথ্য কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে মোট ৭ হাজার ৮০৮টি আবেদনের মধ্যে ৭ হাজার ১১৬টির ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, যা মোট আবেদনের ৯৭.৫৪ শতাংশ।

তথ্য কমিশনের ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ওই বছরে (২০১২ সালে) তথ্যের জন্য মোট আবেদন হয়েছে ১৬ হাজার ৪৭৫টি, যা কিনা এর পূর্ববর্তী বছরের (২০১১) তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। অন্যদিকে, ২০১২ সালে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন পড়েছে ২ হাজার ৫৫৪টি। এনজিওর কাছে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের সংখ্যা ২০১১ বছরের তুলনায় প্রায় ১৪ গুণেরও বেশি। এই সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এটাই নির্দেশ করে যে জনগণের কাছে তথ্যের প্রয়োজন ও চাহিদা আছে এবং এই চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে।

কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ—যে দপ্তরে তথ্য চাওয়া হয় সে দপ্তরে তথ্য প্রদানের জন্য মনোনীত কর্মকর্তার নাম, পদবি সহজে দৃষ্টিগোচর হয়, এমন স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার বিধান রাখা হয়েছে। তা ছাড়া আবেদনকারী যাতে সহজে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তথ্য চাইতে পারেন, সেজন্য সব দপ্তরের ওয়েবসাইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, ই-মেইল ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করে ই-পদ্ধতিতে তথ্যের জন্য আবেদন করার বিধানও তথ্য অধিকার আইনে আছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সহজে ও সুলভে যাতে তথ্যের জন্য আবেদন করা যায়, তার ব্যবস্থা আইনে রাখা হয়েছে এবং এই সহজ ও সুলভে ব্যবস্থা থাকার কারণে আইন কার্যকর হওয়ার পর মানসিক প্রতিবন্ধকতা, জড়তা থাকলেও তথ্যের জন্য আবেদন পড়েছে এবং এ সময়ে এই আবেদনের সংখ্যা বাড়ছে এর অর্থ ধরে নেওয়া যায়, প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণে এই আইন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

যাঁরা তথ্য অধিকার ও এর প্রয়োগ নিয়ে আন্দোলন করেন তাঁরা আইনের প্রয়োগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এর কার্যকর প্রয়োগটিকেই বেশি গুরুত্ব দেন। যেমন, তথ্যের আবেদনের ফলে যে তথ্যগুলো আবেদনকারীরা সংগ্রহ করেন তা তাঁরা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে কী ধরনের সুফল পাচ্ছেন সেটি এখন আইন ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হলেও মূলত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইনটি বেশি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলও পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাতা, প্রকল্পের বরাদ্দ, মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য, আর্থিক অনিয়ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্যের জন্য আবেদন করে তথ্য পাওয়া গেলেও দেখা গেছে শুধু ওই বিশেষ ঘটনায় ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বৃহৎ পরিসরে কোনো ভূমিকা বা প্রভাব ফেলেনি।

আগেই বলা হয়েছে যে, একটি আইন প্রণয়ন এবং এর অস্তিত্বই বড় কথা নয়। আইনের সফল প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে আইনের কার্যকারিতা। আমাদের দেশের আইনটি মূলত কোন রাষ্ট্রীয় আর্থিক অপচয় অনিয়মের কোন ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং তৈরির জন্য বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ—অনিয়ম, অপরাধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা আনা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে ভূমিকা রেখেছে। তবে, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন প্রাপ্ত তথ্যগুলো অনিয়ম অপচয়রোধ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ পেতে সুদূরপ্রসারী ও সমন্বিত প্রভাব রাখবে। তথ্য কমিশনের ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, মোট ১৬ হাজার ৪৭৫টি (সরকারি-এনজিও মিলিয়ে) তথ্য আবেদনের মধ্যে ১৫ হাজার ৭৯৯টি তথ্য আবেদনকারীর বরাবর প্রদান করা হয়েছে। এই প্রাপ্ত তথ্যগুলো কীভাবে এবং কোন কাজে ব্যবহার করে কী ধরনের সুফল পাওয়া গেছে তা আলোচিত ও প্রচারিত হওয়া দরকার। এতে করে আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্র আরো সমৃদ্ধিশালী হবে।

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

MRDI

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭, ইমেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

উপদেষ্টা
শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

পরিকল্পনা
হাসিবুর রহমান মুকুর
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

প্রধান সম্পাদক
মোঃ সাহিদ হোসেন
অ্যাডভাইজার, প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এমআরডিআই

সম্পাদনা
মোঃ হামিদুল ইসলাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই
আক্তারুন নাহার লাবন্য
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই